সংবাদ

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

চিরদিন তোমার আকাশ

সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী : কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, বগুড়া

বিলু কবীর

২০১৬ সালের জন্য সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানীর মর্যাদা পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশের কোন একটি শহর। ইতোমধ্যে সার্ক কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ২৬/৭/২০১৫ তারিখে দুপুর বেলায় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সেমিনার কক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রস্তুতি সভায় এই তথ্য জানা গেছে। সংস্কৃতিবিষয়কমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উক্ত সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে প্রস্তাবনা আকারে বাংলাদেশের তিনটি জেলার নাম মনোনীত হয়েছে। জেলাত্রয়ী হলো : কুষ্টিয়া, কুমিল্লা এবং বগুড়া। আগামী এক-দেড় মাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে (সংবাদ-২৭/৭/২০১৫)। বিষয়টি চূড়ান্ত হলে পর সেই জেলা শহরকে ঘিরে আয়োজিত হবে বছরব্যাপী নানান সব অনুষ্ঠান। যেখানে যোগ দেবেন সার্কভুক্ত দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবীরা। সার্ক কালচারাল সেন্টারের প্রতিনিধিদল ইতোমধ্যে বগুড়ার মহাস্থান সড়ক পরিদর্শন করেছেন। দলটি কুমিল্লার ময়নামতি এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহ পরিদর্শন করবে। এসব প্রক্রিয়া শেষে এই তিনটির যে কোন একটি জেলা শহরকে সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথমবার এই রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছিল আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক শহর বামিয়ানকে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের সামৃদ্ধিক ভিত্তিতেই যে এই তিন জেলাকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এ বিষয়ক সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সুন্দরীয় দেবী রদ্রিগো এবং বসন্তে কোতুবেল্লাহ (সমকাল-৩০/৭/২০১৫)।

আমরা খুশি যে, এবার সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে আমাদের দেশের কোন জেলা শহর মনোনয়ন পাবে। দ্বিতীয় খুশির ক্ষেত্র হলো তিনটে ঐতিহ্যবাহী জেলা শহর ইতোমধ্যে প্রস্তাবনা আকারে প্রাথমিক নির্বাচন পেয়ে গেছে। কুষ্টিয়া, বগুড়া এবং কুমিল্লা। এখন ঐ রাজধানী হিসেবে যে শহরই নির্বাচিত হোক আমরা খুব খুশি যে, তা বাংলাদেশের বাইরে যাচ্ছে না। এখন যদি প্রশ্ন আসে যে, এই তিনটি জেলার মধ্যে কোনটি? তিনটি শহর বা সংশ্লিষ্ট তিনটি জেলারই প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব এবং ঐতিহ্য রয়েছে। কুষ্টিয়ায় রয়েছে অতিরিক্ত বাউল আবহ। তদুপরি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে কুষ্টিয়ার একটি বহুল চলতি বিশেষণও রয়েছে। কুষ্টিয়ায় আমার বাড়ি এজন্য কুষ্টিয়ার ওপর আমার কি টান? ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যেসব কারণে আমার কাছে মনে হয় যে সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী কুষ্টিয়ারই হওয়া উচিত, যদি কুষ্টিয়ার পক্ষে সেই যুক্তিগুলো না থাকতো, তাহলে আমার সমর্থনটি যেতো বগুড়ার দিকে। তারপরও আমার স্পষ্ট বক্তব্য বলা হলো তিন জেলার মধ্যে কোন জেলার যোগ্যতা বেশি থাকতে পারে, কিন্তু কোন জেলারই ঐতিহ্যের এমন বেশি ঘাটতি নেই যে, সেই জেলা ঐ রাজধানী হবার যোগ্য নয়। অতএব, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, বগুড়া যেখানেই সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী হোক আমি আমরা সমান খুশি। কারণ তিনটি জেলাই আমাদের এবং সকলের সমান প্রিয়। জেলাগুলোকে প্রাথমিক বাছাই যারা করেছেন, তাদের বোধবিবেচনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সুযোগে তিনটে জেলার ঐতিহ্যের সমৃদ্ধিকে আমরা সাজাতে পারি। তা যদি যথাযথ ক্ষেত্রে কোন প্রভাবকের ভূমিকা রাখে এবং তাতে করে সিদ্ধান্তটি যদি কুষ্টিয়ার পক্ষে চলে আসে তাহলে আমার কিছুটা বেশি ভালো লাগার যে যোগ থাকবে সে কথা অস্বীকার করব না।

বগুড়া

বগুড়ার যে মহাস্থানগড় সভ্যতা, তা কমপক্ষে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন। বগুড়া হচ্ছে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী। অজস্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভরপুর এই জেলা।। কিংবদন্তি, লোকবিশ্বাস এবং অলৌকিক পুরানপরম্পরায় খুবই ভাবসম্পদে পূর্ণ এই করতোয়া মাহাত্ম্যের জেলাটি। একাধিক ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই জেলার রয়েছে তীর্থের সম্মান। এখানে রয়েছে ভাসুবিহার, গোকুল মেধ, ভীম-জাঙ্গাল, গোবিন্দ ভিটা, যোগীভবন, বেহুলার বাসরঘর, নবাববাড়ী।

কুমিল্লা

কুমিল্লায় যে ময়নামতি-প্রত্ন নিদর্শন বা বৌদ্ধসভ্যতা রয়েছে, তা গড়ে উঠেছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। একে ময়নামতি-লালমাই পর্বতসারিও বলা হয়। এখানে রয়েছে শালবন বিহার, লালমাই, বৌদ্ধবিহার, আনন্দবিহার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ইংরেজ সেনাদের সমাধি।

কুষ্টিয়া

শিল্প সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাউল সংস্কৃতির পাদপীঠ হলো কুষ্টিয়া। এখানে রয়েছে নীলকরদের অত্যাচারের নানান স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, বাউল সম্রাট লালন ফকিরের আস্তানা এবং কবর। চারণ সাংবাদিক কাঙাল হারনাথের বাস্তুভিটা। মীর মশাররফ হোসেনের বাড়িভিটা, ড. রাধাবিনোদন পালের বাড়ি, ঐতিহাসিক মুজিবনগরও সাবেক কুষ্টিয়ার মোহরপুর মহকুমার, এখানে মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বাঘা যতিনও এই কুষ্টিয়ারই মানুষ।

বাংলাদেশে মোট মিলিয়ে ৬৪টি জেলায় কোন না কোন গৌরবের কারণে এর যে কোন একটিই হতে পারে সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী। এবং যে কোন জেলা সেটা হলেই আমরা বাংলাদেশি হিসেবে আনন্দিত। তদুপরি এখন যে প্রাথমিকভাবে তিনটে জেলা মনোনীত হয়েছে, সে জন্যও বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। আমাদের বিশেষ আনন্দের একাধিক কারণ আছে, এবার রাজধানীটি আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে, একটি জেলা নির্ধারণের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তিনটি জেলা, মানে কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, বগুড়ায় মনোনীত হয়েছে, এতেও আসলে কর্তৃপক্ষের এক ধরনের স্বীকারোক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, অন্যসব জেলার তুলনায় এই তিন জেলার আনুষঙ্গিক যোগ্যতা বেশি। এই তিন জেলাও অন্যান্য জেলার মতো আমাদেরই, আমরাও এই তিন জেলার। অতএব, এখন যে জেলা হয় হোক, রাজধানী হবার পর এক বছর ধরে সার্ক সংস্কৃতিবিষয়ক যেসব কর্মকাণ্ড ঐ নির্বাচিত জেলা-রাজধানীতে হবে, সেটিকে যেন আমাদের সরকার, আমাদের বিরোধী দল, এক কথায় আমরা যারা এই দেশের মানুষ, তারা সেগুলোকে সফল করে তুলতে পারি। এই প্রত্যাশা কেবল আমাদেরই নয়, সার্কের বা দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশের। অতএব কারো চাইতে আমাদের প্রত্যাশা, দায়িত্ব, কর্তব্য অনেক বেশি, কারণ ঘটনার ভেন্যু দেশের নাগরিক আমরা। এর সফলতার মধ্যে সার্ক দেশে আমাদের বাংলাদেশের এবং সমগ্র বিশ্বে সার্কের ভাবমূর্তি ও সাংগঠনিক মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি জড়িত।

চূড়ান্ত যে বক্তব্য, তা হলো সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী কুষ্টিয়ায় হলে আমি একটু বেশি খুশি হবো এমনটি মনে হতে পারে। সম্ভবত তার মধ্যে কিছুটা সত্য লুকায়িত আছে। আবার এই সত্যকেও অস্বীকার করা যাবে না যে বগুড়া কিংবা কুমিল্লাতে হলেও আমি কম খুশি হবো না। আমার টান আসলে কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, বগুড়া কারো প্রতিই নয়, সেই টান বা দুর্বলতাটা আসলে বাংলাদেশের প্রতি। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে এই তিন জেলার যে জেলাই মনোনীত হোক, সারাদেশের লোক সমান খুশি হবো। যেখানেই সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী হোক না কেন, আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, সেই প্রেক্ষিতে নির্বাচিত জেলায় যেসব কর্মসূচি নেয়া হবে, সেগুলোকে সফল করে তুলতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা কিছু করা উচিত, আমরা অতি অবশ্যই তা করব। সেটা যদি না করি, তাহলে সেটা যেখানেই হোক, আমাদের দেশের আমাদের জাতীয় মুখরক্ষা হবে না। এই সুযোগ্য সার্ক দেশগুলোসহ সারা পৃথিবীকে বুঝিয়ে দিতে হবে সত্যিকার অর্থেই আমাদের বাংলাদেশ একটি ভাষাভিত্তিক দেশ এবং সত্যিকার অর্থেই এই দেশের জাতিগোষ্ঠী একটি সংস্কৃতি প্রবণ মানব সমাজ। ২৩.০৮.২০১৫

লেখক : কবি, গবেষক
bilu.kabir@Yahoo.com